ভোরের কাগজ

তারিখ ... JAN 27 2000 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

22

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় : অচলাবস্থা নিরসনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না

শাহাবউদ্দিন নীপু, চ. বি. থেকে : গত ২ সপ্তাহ ধরে অবরুদ্ধ হয়ে আছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। কর্তৃপক্ষ এই অচলায়তন ভাঙতে ব্যর্থ হয়েছে। অবরুদ্ধ ক্যাম্পাসে সুনসান নীরবতা, যেন বা নিঝুমপুরী। ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ, বাস চলছে না, ট্রেন যাচ্ছে না। হাতে গোনা কিছু ছাত্রছাত্রী কয়েকটি হলে অবস্থান করছে মাত্র। ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীর চেয়ে পুলিশের উপস্থিতিই বেশি। ইসলামী ছাত্রশিবির তাদের দুজন নেতার হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে গত ১৫ জানুয়ারি থেকে লাগাতার অবরোধ কর্মসূচি পালন করায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

সমস্যা সমাধানে দিকনির্দেশনার আশায় উপাচার্য ঢাকা গিয়েছিলেন। দৃশ্যত ব্যর্থতা নিয়েই ফিরে এসেছেন। এদিকে, ৫৪ শিবিরকর্মী গ্রেপ্তারের ঘটনা এবং লিয়াজোঁ কমিটির প্রধান ও একজন সহকারী প্রক্টরের পদত্যাগ বেকায়দায় ফেলেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে। প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা এই সমস্যার সমাধানে কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে জানা যায়নি। সমস্যা কখন শেষ হবে তাও বলতে পারছেন না কেউ। উপরন্তু শিবিরের আন্দোলন এখন যুক্ত হয়ে গেছে বিরোধীদলীয় আন্দোলনের সঙ্গে।

এই অচলাবস্থার কারণে পিছিয়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষা। বিভাগগুলোতে সেশনজটের মাত্রা আরো বাড়ছে। ছয়টি ছাত্রাবাসের মধ্যে দুটি এখন ছাত্রশূন্য। শাহ আমানত ও শাহ জালাল হলে ছাত্রলীগ এবং এফ রহমান ও আলাওল হলে শিবিরকর্মীরা অবস্থান করছে। শহীদ আবদুর রব হল এবং সোহরাওয়ার্দী হলে গত ২ দিন ধরে কোনো ছাত্র নেই। পুলিশের ধরপাকড়ের ভয়ে এ দুটি হলে কোনো ছাত্র উঠছে না বলে জানা গেছে।

উপাচার্য প্রফেসর আবদুল মান্নান বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করে গতকাল বুধবার ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে ফিরেছেন। টেলিফোনে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি নিজেকে অসুস্থ বলে জানান এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

এদিকে, ৫৪ জন শিবির নেতাকর্মীর গ্রেপ্তারের পর গত মঙ্গলবার লিয়াজোঁ কমিটির প্রধান প্রফেসর ড. আবদুস সালাম এবং সহকারী প্রক্টর দিদারুল আলম পদত্যাগ করেছেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি আরো জটিলাকার ধারণ করেছে বলেই পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন।